প্রথম আলো

তারিখ ... 05 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ .....

নতুন বেতনকাঠামো নিয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী

জ্ঞানের অভাবে আন্দোলন করছেন শিক্ষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী জ্ঞানের অভাবে আন্দোলন করছে এবং শিক্ষকদের এই ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত।

আগের দিন মন্ত্রিসভায় নতুন জাতীয় বেতনকাঠামো অনুমোদনের পর গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বেতনকাঠামোতে মর্যাদাহানি ও অবমূল্যায়ন করা হয়েছে—এমন দাবি করে গতকাল কর্মবিরতি পালন করেন বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র বেতনকাঠামোরও দাবি তাঁদের।

অর্থমন্ত্রী বলেন, এই কর্মবিরতির কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাঁরা জানেনই না যে বেতনকাঠামোতে তাঁদের জন্য কী রাখা হয়েছে বা কী রাখা হয়নি। অর্থমন্ত্রীর উল্টো প্রশ্ন: 'কোথায় তাঁদের মানমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে? আমি তো কোথাও কিছু দেখি না।'

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাষকদের তুলনায় অধ্যাপকের সংখ্যা বেশি। নিচে ১০ জন হলে ওপরে ১ হাজার জন। এটা কিছু হলো? ওপরের দিকেই শুধু পদোন্নতি হবে?'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই 'করাপ্ট প্র্যাকটিস' নিয়ন্ত্রণ করা দরকার বলেও মনে করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রত্যেক শিক্ষকই একসময় অধ্যাপক হন। সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে তাঁদের ইচ্ছেমতো পদোন্নতি দেওয়া হয়। শিক্ষকদের পদোন্নতি-প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনা হবে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমলাতন্ত্রকে আমরা যেভাবে ম্যানেজ (ব্যবস্থাপনা) করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফদেরও সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ করব। বিষয়টি আমি মন্ত্রিসভা কমিটিকেও জানাব।'

এদিকে ভবিষ্যতে স্থায়ী কোনো বেতন কমিশন হবে না বলে জানিয়ে দেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে যেটা করা হবে—একজন কর্মকর্তা থাকবেন, তিনিই পুরো বিষয়টি দেখবেন। কোথাও কোনো বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হবে কি না, সে বিষয়ে মন্ত্রিসভায় প্রতিবছর প্রতিবেদন দেবেন ওই কর্মকর্তা।'

এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, পরবর্তী সরকার তা মানবে কি মানবে না, ভিন্ন বিষয়। তবে না মানার কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পান না তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রায়ই বলা হয়, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন কম বলে তাঁরা একটু ঘুষটুষ খান।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

নতুন বেতনকাঠামো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে বেতন কমের অভিযোগ আর কেউ তুলতে পারবেন না।

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন একটা বেতনকাঠামো, যা বাজারের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হবে এবং প্রতিবছর বেতন কমপক্ষে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। এতে দুর্নীতি কমবে।' অর্থমন্ত্রী আশা করেন, এর প্রতিফলন থাকবে এমনকি বেসরকারি খাতেও। মন্ত্রী অবশ্য এও বলেন, 'সমাজ থেকে দুর্নীতি একেবারেই উঠে যাবে না। কারণ কিছু লোক আছে, যারা সব সময়ই দুর্নীতি করে।'

শহরের ভিক্ষুকদের গ্রামে পুনর্বাসনের একটি প্রকল্পের উদাহরণ দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ভিক্ষুক গ্রামে গিয়ে আবার শহরে চলে এসেছে। এর মানে হলো ভিক্ষা তার মজ্জাগত হয়ে গেছে বা পেশায় পরিণত হয়েছে। দুর্নীতিও সে রকম।'

বেতন বৃদ্ধির প্রভাব মূল্যস্ফীতিতে পড়বে না উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, মূল্যস্ফীতি নামছে, নামতেই থাকবে। তবে বাজারে উৎপাদনও বাড়বে। মুশকিল হচ্ছে, পণ্যমূল্য বাড়ানো ব্যবসায়ীদের পেশা হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীদের কাজ হচ্ছে মুনাফা বাড়ানো। বাংলাদেশে যত মুনাফা হয়, তা অন্য কোনো দেশে নেই।

বাজার নিয়ন্ত্রণে তাহলে সরকারের উদ্যোগ কী—জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, বাজার সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, শুধু প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মানুষকে বোঝাতে হবে যে দাম বাড়ার কোনো কারণ ঘটেনি।